Proctor Office
European University of Bangladesh
2/4. Gabtoli, Dhaka-1216
Web:www.eub.edu.bd

প্রক্টর অফিস
ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ
২/৪, গাবতলী, ঢাকা-১২১৬

তারিখঃ ০৩/০৮/২০২৫ ইং

প্রেস নোট:

ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর হতে ট্রাস্টি বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান জনাব মহিউদ্দিন খান আলমগীর এবং সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান ডক্টর মকবুল আহমেদ খান বিভিন্নভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নের নামে অর্থ আত্মসাৎ ও নানা রকম দূর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েন।গত জুলাই বিপ্লবে ফ্যাসিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান জনাব ড. মহিউদ্দিন খান আলমগীর পালিয়ে যান। জনাব ড. মহিউদ্দিন খান আলমগীর এর সহচর বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান ড. মকবুল আহমেদ খান এ যাবৎ কালে বিভিন্ন দুর্নীতির কারণে শিক্ষার্থীদের রোষানলে পড়েন। যার প্রেক্ষিতে ড. মকবুল আহমেদ খান স্বেচ্ছায় গত ২৬.১০.২০২৪ ইং ভাইস চেয়ারম্যান এর পদ হতে পদত্যাগ করেন। উল্লেখ্য যে উক্ত সময় ড. মকবুল আহমেদ খান বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল হতে অক্টোবর ২০২৪ ইং পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের কর্তৃক প্রদেয় বেতনের মোটা অংকের টাকা আত্মসাৎ করেন। পূর্বে যে সব শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের জন্য তিনি পদত্যাগ করেছিলেন তাদের কতিপয়কে তিনি নানা উপায়ে অর্থ প্রলোভন দেখিয়ে এবং তাদেরকে সাথে নিয়ে পুনরায় ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান এর পদ দখল করার নানা রকম ফন্দি ফিকির করছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মোঃ মশিউর রহমান (রাংগা), ইমরান মিয়া, মেহেদী হাসান, মেহরাব হোসেন, ইমরান। এছাড়াও তিনি অর্থ ও অন্যান্য প্রলোভনের ফাঁদে ফেলে তাদেরকে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সার্বিক পরিবেশ ও শৃঙ্খলা নষ্ট করে চলেছেন। উল্লেখ্য বিশ্ববিদ্যালয় ফান্ডের কোটি কোটি টাকা তিনি নিজে আত্মসাৎ করে নিয়ে চলে গেছেন তাহার যাবতীয় প্রমানাদি বর্তমান কর্তৃপক্ষের কাছে রয়েছে।

বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাচ্ছে যে, অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ড এর ভাইস চেয়ারম্যান ডক্টর মকবুল আহমেদ খান এর বিরুদ্ধে যাবতীয় দুর্নীতি ও অর্থ আত্মসাৎ এর সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়ায় ইউজিসি কর্তৃপক্ষ বিগত ০২.০৮.২০২২ ইং তারিখে ট্রাস্টি বোর্ড হতে তাকে অপসারণের জন্য একটি চিঠি প্রেরণ করেছিলেন।

ডক্টর মকবুল আহমেদ খান এবং তার দোসরদের উক্ত চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের ধারাবাহিকতায় গত ২২.০৭.২০২৫ ইং মশিউর রহমান (রাংগা), মেহেদী হাসান, ইমরান মিয়া, মেহরাব হোসেন ও ইমরান এর নেতৃত্বে কতিপয় শিক্ষার্থী এবং বহিরাগত লোক বিশ্ববিদ্যালয়ে জোরপূর্বক প্রবেশ করে অপ্রীতিকর, অনাকাঙ্ক্ষিত ও ন্যাক্কারজনক পরিস্থিতি তৈরি করে।

উক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে বিগত ২৩.০৭.২০২৫ইং সিন্ডিকেটের এক বিশেষ জরুরি সভায় একজন শিক্ষার্থী মোঃ মশিউর রহমান (রাংগা) (**আইডিঃ** ২০০১০৮০২৫) কে স্থায়ী বহিষ্কার এবং ইমরান মিয়া (**আইডি :** ২৩০১০৮০৩০), মেহেদী হাসান (**আইডি :** ২২০২০৮০৩৮), মেহরাব হোসেন (**আইডি :** ২১০৩০৮০২১), ইমরান (**আইডি :** ২৪০২১৪০২৩) উক্ত চারজন শিক্ষার্থীকে কারন দর্শানোর নোটিশ প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ইতিমধ্যে সিন্ডিকেটের গৃহিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক উক্ত পাঁচজন শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে যথাযথ প্রশাসনিক এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহিত হয়েছে।

Proctor Office
European University of Bangladesh
2/4. Gabtoli, Dhaka-1216
Web:www.eub.edu.bd

প্রক্টর অফিস
ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ
২/৪, গাবতলী, ঢাকা-১২১৬

এরপরেও বিগত ৩১/০৭/২০২৫ ইং রোজ বৃহস্পতিবার ইউজিসি এর সামনে উল্লেখিত ছাত্ররা সহ বেশ কয়েকজন বিপথগামী শিক্ষার্থী মিলে হীন উদ্দেশ্য প্রনোদিত, ষড়যন্ত্র মূলক,বানোয়াট, মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কিছু বিষয় নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই মর্মে, সকল শিক্ষার্থীদেরকে অবগত করছে যে, বর্তমান ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব আহমেদ ফরহাদ খান সম্পূর্ন বৈধ প্রক্রিয়া অবলম্বন করে ইইউবি এর ট্রাস্টি বোর্ড এর চেয়ারম্যান মনোনীত হয়েছেন।

উল্লেখ্য যে, বর্তমান ট্রাস্টি বোর্ড এর চেয়ারম্যান মহোদয় উক্ত পদে দায়িত্ব গ্রহনের পর হতে অদ্যাবধি বিশ্ববিদ্যালয়ের নানাবিধ উন্নয়ন কর্মকান্ড হাতে নিয়েছেন। যেমন ল্যাবরেটরি গুলোর গুনগতমানের উন্নয়ন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাদে খেলার মাঠ, অডিটোরিয়াম এবং শিক্ষার্থীদের জন্য ক্যাফেটেরিয়া স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তার স্বার্থে সামনে লোহার প্রাচীর স্থাপন করা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীকে ই বুক রুপে রূপান্তরিত করা হচ্ছে এবং কম্পিউটার ল্যাব গুলোতে কম্পিউটার সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে।

উল্লেখ করা যাচ্ছে, যে শ্যামলীতে যে ফ্ল্যাট রয়েছে সেটি কখনোই ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ এর নামে রেজিস্ট্রি কৃত ছিল না। উক্ত ফ্ল্যাট জনাব আহমেদ ফরহাদ খানের নিজের নামে রেজিস্টিকৃত ব্যক্তি মালিকানা সম্পদ এবং সেটি এখনো তার নিজের নামেই রয়েছে। উল্লেখ্য যে, সংবাদ সম্মেলনে আনীত অর্থ আত্মসাৎ, শ্যামলী ক্যাম্পাস এবং ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ ক্যাম্পাস বিক্রির অভিযোগ সহ অন্যান্য সকল অভিযোগগুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, বানোয়াট এবং মিথ্যাচার।

সকলের জ্ঞাতার্থে আরো জানানো যাচ্ছে যে, উক্ত মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন অভিযোগ যাচাই-বাছাইয়ের জন্য ইউজিসি কর্তৃপক্ষ তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে এবং উক্ত কমিটির সদস্যবৃন্দরা আগামী ৬ ই আগস্ট ২০২৫ ইং ইইউবি ক্যাম্পাসে সরেজমিনে তদন্তের জন্য আসবেন। উক্ত তদন্তের বিষয়টিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান কর্তৃপক্ষ স্বাগত জানিয়েছেন এবং সংশ্লিষ্ট প্রমাণাদি, ডকুমেন্ট সহ তাদের নিকট উপস্থাপন করা হবে।

অতএব, ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ এর বর্তমান ট্রাস্টি বোর্ড এর সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব আহমেদ ফরহাদ খান এর বিরুদ্ধে এহেন মিথ্যা, ষড়যন্ত্র মূলক এবং হীন উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভিত্তিহীন বিষয়াবলী নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে উত্থাপিত গুজবে কোন প্রকারে প্ররোচিত, বিচলিত ও বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য সকল শিক্ষক- শিক্ষিকা, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী সহ সকল মহল কে বিনীত অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

কর্তৃপক্ষ, ইইউবি